বীরভদ্রগোসাঞি-শাখা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঃ—

সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাই ॥ ৫৬ ॥

অসংখ্য নিত্যানন্দগণ ঃ—

অনন্ত নিত্যানন্দগণ—কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা-হেতু লিখিলাঙ কত জন ॥ ৫৭ ॥

তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমদানে জগদুদ্ধার ঃ—

এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ—পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥ ৫৮ ॥

তাঁহাদের অব্যবহিত কৃষ্ণপ্রীতি-চেষ্টা ঃ—

অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে মহাবল ॥ ৫৯ ॥
সংক্ষেপে কহিলাঙ এই নিত্যানন্দগণ।
যাঁহার অবধি না পায় 'সহস্রবদন' ॥ ৬০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৫৪। বৃন্দাবন দাস—গৌঃ গঃ ১০৯—"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং তমাবিশৎ।।"* ইনি শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীর পুত্র এবং 'চৈতন্যভাগবতে'র লেখক। ভাষ্যকারকৃত চৈতন্যভাগবতের ভূমিকায় "ঠাকুরের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতপ্রভুর শাখাসকল বর্ণন করিয়া তন্মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতানুযায়ী বৈষ্ণবগণকে 'সারগ্রাহী' এবং অপর সকলকে 'অসার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শাখা বর্ণন করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতনন্দন গোপাল মিশ্র এবং অদ্বৈতদাস কমলাকান্ত বিশ্বাসের আখ্যায়িকাদ্বয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম জীবনে গুণ্ডিচা-মন্দির সংস্কার-সময়ে শ্রীগোপালের প্রেমমূর্চ্ছা এবং শ্রীমহাপ্রভু কৃপায় মূর্চ্ছাভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যকিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট অদ্বৈতপ্রভুর ঋণশোধের জন্য তিনশত টাকা ভিক্ষা করেন; তাহা জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু ঐ বাউলিয়া বিশ্বাসকে দণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে শোধন করেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহি-ভেদে দ্বিবিধ অদ্বৈতদাসগণ ঃ

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

গৌরভক্ত সারগ্রাহী অদ্বৈতদাসগণের বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৩ ॥
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল, তার লেখা নাঞি ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অনুগতজন দুইপ্রকার, অর্থাৎ 'সারগ্রাহী' ও 'অসারবাহী'। তন্মধ্যে অসারবাহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি।

৩। শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈতপ্রভুর শাখাস্বরূপ গণসকলকে নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

১। সারাসারভৃতঃ (সারঃ অদ্বৈতানুগো গৌরহরিজনঃ, অসারঃ তদনুগাভিমানী গৌরহরি-বিমুখজনঃ, তৌ বিভ্রতীতি তান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ (অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রী এব অব্জে তয়োঃ ভৃঙ্গান্ ভ্রমরান্ অদ্বৈতসেবকান্) [মত্বা] অসারান্ (তদনুগপ্রায়ান্ শুদ্ধভক্তিরহিতান্ মায়াবাদিনঃ) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) চৈতন্যজীবানান্ (চৈতন্য এব জীবনং যেষাং তান্ গৌরপ্রাণান্) সারভৃতঃ (সারগ্রাহিণঃ ভাগবতান্) নৌমি (নমস্করোমি)।

৩। শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ (গৌরামরবৃক্ষস্য) দ্বিতীয়স্কন্ধ-

* *শ্রীবেদব্যাসই অধুনা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। কুসুমাপীড়-নামক সখা তাঁহাতে কার্য্যবশতঃ প্রবিষ্ট হইয়াছেন।*

গৌরকৃপায় সারগ্রাহী অদ্বৈতদাসগণেরই বিস্তার ঃ—

চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৫ ॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৬ ॥
সেই জলে স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে-ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার ॥ ৭ ॥

অদ্বৈতদাসগণের দুইটী পৃথক্ মত ঃ—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৮ ॥

সারগ্রাহিগণের অদ্বৈতানুগত্যে গৌরভক্তি, অসারগণের স্বতন্ত্রভাবে গৌরবিরোধ ঃ—

কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥ ৯ ॥

আচার্য্যানুগত্যই সার, অন্যথা অসার ঃ—

আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার ॥ ১০ ॥

অদ্বৈতদাসাভিমানি-অভক্তগণের উল্লেখ কারণ ও দৃষ্টান্ত ঃ—

অসারের নামে ইঁহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ১১ ॥
ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাত্না সহিতে।
পশ্চাতে পাত্না উড়াঞা সংস্কার করিতে ॥ ১২ ॥

(১) অচ্যুতানন্দ-শাখা ঃ—

অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্য-চরণ ॥ ১৩ ॥

অচ্যুতের গুণবর্ণন ঃ—

"চৈতন্য গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।"
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮-১২। প্রথমে অদ্বৈতপ্রভুর সকলগণেরই একমত ছিল, পরে কতকগুলি লোকের দৈববিপাকে পৃথক্ মত হইয়া পড়িল। আচার্য্যের নিজমতে যাঁহারা চলিলেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব; যাঁহারা দৈবপরতন্ত্র হইয়া আচার্য্যোপদিষ্ট মত হইতে স্বতন্ত্র কোনপ্রকার স্ব-মত কল্পনা করিলেন, তাঁহারা অসার। অসার ব্যক্তিদিগের নামে আমাদের কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সারগ্রাহি-বৈষ্ণব-দিগকে অসারবাহিগণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে একত্রে গণনা করত পাত্না উড়াইয়া ধান্য পৃথক্ করার ন্যায় উল্লেখ করিতেছি। তণ্ডুল-শূন্য অসার ধান্যকে পাত্না বলে।

অনুভাষ্য

রূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ (বৃক্ষশাখাতুল্যান্) গণান্ (আশ্রিতজনান্) [বয়ং] নুমঃ (নমস্কুর্ম্মঃ)।

১৩-১৭। অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৯ম অধ্যায়ে লিখিত আছে— অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।" সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'অদ্বৈত-চরিত্র'-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্। আচার্য্যতনয়েম্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ।। চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্।।"*

অতএব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৌরভক্ত পুত্রত্রয়ের মধ্যে অচ্যুতানন্দই জ্যেষ্ঠ। অদ্বৈতের বিবাহ পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রারম্ভেই হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে যে বর্ষে রামকেলি হইয়া বৃন্দাবনগমনে মানস করেন, সেই বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৩-৩৪ শকাব্দে অচ্যুতানন্দের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ মাত্র ছিল। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে, তিনি "পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সুতরাং অচ্যুতানন্দ ১৪২৮ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। অচ্যুত-জন্মের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর জন্মকালে অদ্বৈতপত্নী সীতা প্রভুর জন্ম দেখিতে আসিয়াছেন, সুতরাং ২১ বৎসরের মধ্যে তাঁহার আরও তিনটী পুত্র হওয়ার অসম্ভাবনা নাই। 'নিত্যানন্দ-দায়িনী' পত্রিকায় ১৭৯২ শকে মুদ্রিত প্রাকৃত-সহজিয়া সখীভেকী-দলের লোকনাথদাস-নামে জনৈক ব্যক্তির রচিত 'সীতাদ্বৈতচরিত'-নামক একখানা বাঙ্গালা কবিতা-গ্রন্থে অচ্যুতানন্দকে মহাপ্রভুর সহপাঠী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে; উহা চৈতন্যভাগবতের বিরুদ্ধ। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া যে-কালে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আগমন করেন, তখন ১৪৩১ শকাব্দ; অচ্যুতানন্দ তখন তিন বৎসরের শিশু—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১ম অঃ) "দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয়। আসিয়া পড়িল গৌরচন্দ্র-পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে।। প্রভু বলে,—অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা। সে-সম্বন্ধে তোমায় আমায় (হই) দুই ভ্রাতা।।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে অদ্বৈতকে আনিবার জন্য শ্রীরাম-পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠান। সেকালে অচ্যুতানন্দ পিতামাতার সহিত আনন্দ-ক্রন্দনে যোগ দিয়াছিলেন। "অদ্বৈতের তনয়

* *অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র এবং গোপাল—তাঁহারা সীতাদেবীর গর্ভসমুদ্র হইতে সম্ভূত তিন রত্ন বলিয়া কথিত। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রগণের মধ্যে এই তিনজন গৌরগণ বলিয়া বলা হয়। চতুর্থ পুত্র—শ্রীবলরাম, পঞ্চম—স্বরূপ ও ষষ্ঠ—জগদীশ,—এই ছয় আচার্য্যপুত্র।*

"জগদ্‌গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥ ১৫ ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি ।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥" ১৬ ॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার ।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥ ১৭ ॥

অনুভাষ্য

'অচ্যুতানন্দ'-নাম। পরমবালক, সেহো কান্দে অবিরাম।।" আবার, অদ্বৈতপ্রভু যখন ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞানব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রহার করিতেছেন, সেক্ষেত্রেও অচ্যুতানন্দ বর্ত্তমান। প্রভুর সন্ন্যাসের ২/৩ বৎসর পূর্ব্বে এইসকল ঘটনা স্বীকার করিতে হয়। (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৯ অঃ)—"অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয়।" শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত। তিনি কোনদিন দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিয়াছেন, এরূপ কোন কথা জানা যায় নাই। শ্রীঅদ্বৈত-শাখাবর্ণনে তাঁহার নাম শিষ্যগণের অগ্রগণ্য। শ্রীযদুনন্দন দাস-কৃত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর "শাখা-নির্ণয়ামৃত"-গ্রন্থে আমরা অচ্যুতানন্দ ঠাকুরকে গদাধরের শিষ্য ও শাখা বলিয়া জানিতে পারি—"মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্। গদাধর-প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্।।" নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া অচ্যুতানন্দ ভজন করিয়াছেন। (আদি, ১০ম পঃ)—"অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত আচার্য্য-তনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়।।" শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শেষজীবনে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে বাস করেন; এতদ্দ্বারা অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি অদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত সেবকমণ্ডলী অনেকেই শ্রীগদাধরের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। অচ্যুতানন্দের শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি অতি বাল্যকাল হইতেই প্রবল ভক্তির নিদর্শন জানা যায়। রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনের মধ্যেও আমরা প্রভুপ্রিয় অচ্যুতানন্দকে সকল বারেই দর্শন করি—আদি, ১৩ পঃ ৪৫২ দ্রষ্টব্য। "শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা, আর সব গায়।।" এই সময় বালকের বয়স—ছয় বৎসর মাত্র। শ্রীকবিকর্ণপূর-প্রণীত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় অচ্যুতানন্দকে 'গদাধরের শিষ্য এবং কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে 'কার্ত্তিক' এবং কেহ তাঁহাকে 'অচ্যুতা'-নাম্নী গোপিকা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থকার উভয় মতেরই সমীচীনতা আছে, স্থির করিয়াছেন—"তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্য-বল্লভঃ। শ্রীমৎপণ্ডিত-গোস্বামি-শিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্।। যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীদিতি জল্পন্তি কেচন। কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতা নাম্নী তু গোপিকা। উভয়স্তু সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গতাৎ।।" শ্রীনরহরিদাস-কৃত 'নরোত্তমবিলাস'-গ্রন্থে শ্রীঅচ্যুতানন্দের খেতরি-মহোৎসবে আগমন ও যোগদানের কথা সবিস্তার বর্ণন আছে। জননী শ্রীসীতা ও শ্রীজাহ্নবার অনুরোধক্রমে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও তিনি মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ নরহরিদাসের মতে তিনি শেষকালে শান্তিপুরে বাটীতে বাস করিয়াছেন ; শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত এবং পরে শ্রীগদাধরের নিকট পুরীতে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই জানা যায়। বলাবাহুল্য, বিবাহ না করায় অচ্যুতানন্দের কোন সন্তানাদি নাই।

(২) কৃষ্ণমিশ্র ঃ—

কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য-তনয় ।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥ ১৮ ॥

(৩) গোপালের বাল্য-চরিত্র ঃ—

শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত ।
তাঁহার চরিত্র, শুন, অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণমিশ্র—সংস্কৃতভাষায় লিখিত 'অদ্বৈতচরিত'-গ্রন্থে—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্।।" শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ছয়টী পুত্রের মধ্যে—'অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল'—এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যে নিযুক্ত ছিলেন। গৌঃ গঃ ৮৮ শ্লোক—"কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রস্তৎসাম্যাদিতি কেচন।" কৃষ্ণমিশ্রের দুই পুত্র—(১) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, (২) দোলগোবিন্দ। তন্মধ্যে রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরে মদনগোপালের পাড়ায়, গণকর, মৃজাপুর ও কুমারখালিতে আছেন। দোলগোবিন্দের তিন পুত্র—(১) চাঁদ, (২) কন্দর্প, (৩) গোপীনাথ। কন্দর্পের বংশ মালদহ, জিকাবাড়ীতে আছেন। গোপীনাথের তিনপুত্র—(১) শ্রীবল্লভ, (২) প্রাণবল্লভ ও (৩) কেশব। শ্রীবল্লভের বংশ মশিয়াডারা (মহিষডেরা?), দামুকদিয়া ও চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে আছেন। শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গানারায়ণ হইতে মশিয়াডারার বংশ-ধারা ও কনিষ্ঠপুত্র রামগোপাল হইতে দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, শোলমারি প্রভৃতি গ্রামসমূহের বংশধারা। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশ উথলীতে বাস করিতেছেন। প্রাণবল্লভের পুত্র—রত্নেশ্বর, তাঁহার তনয়—কৃষ্ণরাম, তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র—নবকিশোর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের জ্যেষ্ঠতনয় 'জগবন্ধু' এবং তৃতীয় তনয় 'বীরচন্দ্র' ভিক্ষুকাশ্রম-গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহাদিগকে লোকে 'বড়প্রভু' ও 'ছোটপ্রভু' বলিত। ইঁহারাই শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করেন। কৃষ্ণমিশ্রের পূর্ণ বংশতালিকা বৈষ্ণব-মঞ্জুষা—৪র্থ সংখ্যায় "অদ্বৈত-বংশ" দ্রষ্টব্য।

গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে ॥ ২০ ॥
নানা-ভাবোদ্‌গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি 'হরি' বলে আনন্দিত মন ॥ ২১ ॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িল, দেহে নাহিক সম্বিত ॥ ২২ ॥
দুঃখিত হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥ ২৩ ॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য, না হয় চেতন।
আচার্য্যের দুঃখে বৈষ্ণব করেন ক্রন্দন ॥ ২৪ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি'।
"উঠহ, গোপাল—বল, বল 'হরি' 'হরি' ॥" ২৫ ॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি'।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৬ ॥
আচার্য্যের আর পুত্র—শ্রীবলরাম।
আর পুত্র—'স্বরূপ'শাখা, 'জগদীশ' নাম ॥ ২৭ ॥

(৪) কমলাকান্ত ঃ—

'কমলাকান্ত বিশ্বাস'-নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্য-ব্যবহার, সব—তাঁহার গোচর ॥ ২৮ ॥

কমলাকান্তের চরিত ঃ—

নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥ ২৯ ॥
সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥ ৩০ ॥

কমলাকান্তের পত্রে বাউল-মত ঃ—

সে পত্রীতে লেখা আছে—এই ত' লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥ ৩১ ॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত-তিন ॥ ৩২ ॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ ॥ ৩৩ ॥
"আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য—দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩৪ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধিই মায়াবাদ বা বাউল-মত ঃ—

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা ॥" ৩৫ ॥

বাউলিয়ার দণ্ড ঃ—

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—"ইঁহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া 'বিশ্বাসে' এথা না দিবে আসিতে ॥"৩৬॥

অনুভাষ্য

১৯-২৬। গোপাল—অদ্বৈতপ্রভুর তিনজন বৈষ্ণবপুত্রের মধ্যে অন্যতম। মধ্য, ১২ পঃ ১৪৩-১৪৯ দ্রষ্টব্য।

২২। সম্বিত—সংবিদ্, জ্ঞান।

২৭। বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ—সংস্কৃত 'অদ্বৈতচরিত'-গ্রন্থে—"চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্।।" ইহারা তিনজনই গৌরবিমুখ স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব। বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয় ; প্রথমপক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন 'গোসাঞি ভট্টাচার্য্য'-নামে খ্যাত হইয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র রাধারমণ 'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য'-নাম গ্রহণ করিয়া ত্যক্তগৃহের যোগ্য সংজ্ঞা 'গোস্বামী'-শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 'কুশ-পুত্তলিকা' দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক হরিভক্তিবিলাসাদি বিষ্ণুভক্তিপরা স্মৃতির বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মূর্খতা ও মহাপরাধ প্রদর্শন করেন। শুদ্ধভক্ত না হইয়াই কতিপয় গ্রন্থ ও আকরগ্রন্থের টীকা রচনা করেন—ঐগুলি শুদ্ধভক্তের আদরণীয় নহে। বলরামের বংশতালিকা—মঞ্জুষা (৪র্থ সংখ্যায়) দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। দৈবত ঈশ্বর—বস্তুতঃ ঈশ্বর।

৩৬। বাউলিয়া বিশ্বাস—কমলাকান্ত বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত (বাউলের) পাগলের ন্যায় বলিয়া তাহাকে 'বাউলিয়া বিশ্বাস' বলা হইয়াছে।

অনুভাষ্য

২৮। কমলাকান্ত বিশ্বাস—আদি, ১০ম পঃ ১৪৯ সংখ্যায় লিখিত 'কমলানন্দ' ও মধ্য, ১০ম পঃ ৯০ সংখ্যায় লিখিত 'কমলাকান্ত' সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। বিশ্বাস কমলাকান্ত—আদি ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যায় লিখিত তন্নামধেয় জনের সহিত এক। কমলাকান্ত-ব্রাহ্মণ—প্রভুর নিজগণ। কমলাকান্ত বিশ্বাস—অদ্বৈত-সেবক। শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিবার কালে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-কমলাকান্তকে বা কমলা-নন্দকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসেন। মধ্য ১০ম পঃ ৯০—"প্রভুর এক ভক্ত 'দ্বিজ কমলাকান্ত' নাম। তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ।।"

৩৫। ঈশ্বরের দৈন্য করি'—ঈশ্বরকে দীন করাইয়া।

৩৬। বিশ্বাসে—কমলাকান্ত বিশ্বাসকে।

দণ্ড শুনি' 'বিশ্বাস' হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥ ৩৭ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর তাঁহাকে সান্ত্বনা-দান ঃ—

বিশ্বাসেরে কহে,—"তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান ॥ ৩৯ ॥
মুক্তি—শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৪০ ॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ মুকুন্দ ॥ ৪১ ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ডপ্রসাদ আর লোকে পাবে কতি ॥" ৪২ ॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভু-পাশ ॥ ৪৩ ॥

কমলাকান্তের দণ্ডদর্শনে প্রভুর প্রতি অদ্বৈত-বাক্য ঃ—

প্রভুরে কহেন,—"তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥ ৪৪ ॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥" ৪৫ ॥

মহাপ্রভুর হাস্য ও প্রসাদ ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৬ ॥

অদ্বৈতের উক্তি ঃ—

আচার্য্য কহে,—"ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥" ৪৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুঁহার অন্তর-কথা দুঁহে সে জানিল ॥ ৪৮ ॥

বাউলিয়ার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"বাউলিয়া, ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচর ॥ ৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণব-আচার্য্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় ঃ—

প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৫০ ॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৫১ ॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি' ॥" ৫২ ॥
এই শিক্ষা সবাকারে, সবে মনে কৈল।
আচার্য্য-গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫৩ ॥

মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু—পরস্পরের মর্ম্মজ্ঞ ঃ—

আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫৪ ॥
এই ত' প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৫ ॥

(৫) যদুনন্দনাচার্য্য-শাখা ঃ—

শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য—অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখা-গণের নাহি লেখা ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান করিতে করিতে কোন ছলে অদ্বৈতপ্রভু ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন।

৪৯-৫৩। কমলাকান্ত (অদ্বৈত) আচার্য্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করত রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আচার্য্য 'ঈশ্বর' হইলেও তাঁহার জগৎ-শিক্ষকতারূপ মানবলীলা প্রসিদ্ধ। ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করা আচার্য্যদিগের পক্ষে নির্লজ্জ ব্যবহার। অর্থলালসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, তাহাতে আবার বিদেশীয় রাজার নিকট ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থলালসা প্রকাশ করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। রাজা স্বভাবতঃ বিষয়িলোক। বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয় ; চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতি-অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল লোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ ; বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ,—আচার্য্যের কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্থ লইয়া যাঁহারা নামোপদেশ করেন ; তাঁহারা 'নামোপদেষ্টা'-পদের যোগ্য নন, বরং নামাপরাধী। এরূপ কার্য্য করিলে তাহাতে লোকলজ্জা ও ধর্ম্ম-কীর্ত্তিতে অত্যন্ত হানি হয়।

অনুভাষ্য

৪০। বশিষ্ঠ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—উহা বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী মায়াবাদ-প্রতিপাদক বলিয়া শুদ্ধভক্তের অপাঠ্য।

৪০-৪২। অদ্বৈতদণ্ড—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৯ অঃ ; মুকুন্দদণ্ড —চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ম অঃ এবং শচীমাতার দণ্ড—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৭। সে আমাকে অপ্রাকৃত নারায়ণও বলে, আবার কার্য্যতঃ আমাকে প্রাকৃত অর্থভিক্ষু দরিদ্রও জ্ঞান করে।

বাসুদেব দত্তের তেঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫৭ ॥

(৬) ভাগবতাচার্য্য, (৭) বিষ্ণুদাস, (৮) চক্রপাণি,
(৯) অনন্ত আচার্য্য ঃ—

ভাগবতাচার্য্য, আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য, আর অনন্ত আচার্য্য ॥ ৫৮ ॥

(১০) নন্দিনী, (১১) কামদেব, (১২) চৈতন্যদাস,
(১৩) দুর্ল্লভবিশ্বাস, (১৪) বনমালিদাস ঃ—

নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভবিশ্বাস, আর বনমালিদাস ॥ ৫৯ ॥

(১৫) জগন্নাথ, (১৬) ভবনাথ কর, (১৭) হৃদয়ানন্দ,
(১৮) ভোলানাথ ঃ—

জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥ ৬০ ॥

(১৯) যাদব, (২০) বিজয়, (২১) জনার্দ্দন, (২২) অনন্তদাস,
(২৩) কানুপণ্ডিত, (২৪) নারায়ণ ঃ—

যাদবদাস, বিজয়দাস, জনার্দ্দন।
অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥ ৬১ ॥

(২৫) শ্রীবৎস, (২৬) হরিদাস ব্রহ্মচারী, (২৭) পুরুষোত্তম ও
(২৮) কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ঃ—

শ্রীবৎস পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥

(২৯) পুরুষোত্তম পণ্ডিত, (৩০) রঘুনাথ, (৩১) বনমালী,
(৩২) বৈদ্যনাথ ঃ—

পুরুষোত্তম পণ্ডিত, আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র, আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬৩ ॥

(৩৩) লোকনাথ, (৩৪) মুরারিপণ্ডিত, (৩৫) হরিচরণ,
(৩৬) মাধবপণ্ডিত ঃ—

লোকনাথ পণ্ডিত, আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পণ্ডিত ॥ ৬৪ ॥

(৩৭) বিজয় ও (৩৮) শ্রীরামপণ্ডিত ঃ—

বিজয় পণ্ডিত, আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম ॥ ৬৫ ॥

গৌরকৃপা-বলে সারগ্রাহি-অদ্বৈতদাসগণের বৃদ্ধি ঃ—

মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা,—ফুল, ফল হয় ॥ ৬৬ ॥

দুর্ভাগ্য অসার অদ্বৈতদাসাভিমানিগণেরই গৌরবিরোধ ও
গৌরকৃপাভাবে ধ্বংস ঃ—

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥ ৬৭ ॥
সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা, তাঁরে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা ॥ ৬৮ ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে ॥ ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭-৭৩। অদ্বৈতপ্রভু—ভক্তি-কল্পতরুর একটী স্কন্ধ। শ্রীচৈতন্য, মালিরূপে জল সেচন করিয়া সেই স্কন্ধকে ও তাঁহার শাখাগণকে পুষ্ট করিতেছেন ; তথাপি দুর্দ্দৈববশতঃ কোন শাখা মালীর পশ্চাতে মালীকে না মানিয়া স্কন্ধকেই কল্পতরুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে স্কন্ধরূপ অদ্বৈত-তরুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালয়িতাকে (মহাপ্রভুকে) কৃতঘ্নতার সহিত না মানায়, তিনি ঐ সকল পাপিষ্ঠ-শাখায় জলসঞ্চার করিলেন না। তন্নিবন্ধন জলাভাবে কৃশ শাখাগণ শুষ্ক হইয়া মরিতে লাগিল। কেবলমাত্র

অনুভাষ্য

৫৭। যদুনন্দনাচার্য্য—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাগুরু। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬০-১৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বাসুদেব দত্ত—ব্রজের মধুব্রত গায়ক—গৌঃ গঃ ১৪০ শ্লোক। আদি, ১০ম পঃ ৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৮। ভাগবতাচার্য্য—পূর্ব্বে অদ্বৈতগণে, পরে গদাধরগণে প্রবিষ্ট। যদুনন্দনদাস-কৃত 'শাখানির্ণয়ামৃতে' ৬ষ্ঠ শ্লোক—"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয়পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না 'প্রেমতরঙ্গিণী'।।" গৌঃ গঃ ১৯৫ ও ২০২—ইনি ব্রজের 'শ্বেতমঞ্জরী'। আদি ১০ম পঃ ১১৩ দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুদাসাচার্য্য—খেতরী-মহোৎসবে অচ্যুতানন্দ প্রভুর সহিত গিয়াছিলেন (ভক্তি-রত্নাকর দশম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

অনন্ত আচার্য্য—ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম 'সুদেবী'; অদ্বৈত-প্রভুর গণে থাকিলেও পরে গদাধর-শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গৌঃ গঃ ১৬৫—"অনন্তাচার্য্য-গোস্বামী যা 'সুদেবী' পুরা ব্রজে।" আদি ৮ম পঃ ৫৯-৬০ সংখ্যা। শাখা-নির্ণয়ামৃতে ১১ শ্লোক—"বন্দেঽনন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্যসংজ্ঞকম্। লীলানন্তাদ্ভুতময়ং গৌর-প্রেম্ণো হি ভাজনম্।।" ইহার শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী—বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-সেবার অধ্যক্ষ। তাঁহার শিষ্য—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'সাধন-দীপিকা'-গ্রন্থের রচয়িতা (ভঃ রঃ ২য় তঃ)।

৫৯। নন্দিনী—গৌঃ গঃ ৮৯—"নন্দনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ।" সীতার গর্ভজাত অদ্বৈত-কন্যা (?)।

৬২। হরিদাস ব্রহ্মচারী—অদ্বৈত ও গদাধর, উভয়গণে গণিত, শাঃ নিঃ ৯ম শ্লোক—"শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি-মহাশয়ম্। পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরম্।।"

গৌরকৃষ্ণভক্ত—যমের গুরু, গৌরকৃষ্ণবিমুখ—যমদণ্ড্য ঃ—

চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম ।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥ ৭০ ॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড ।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড ॥ ৭১ ॥
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি ।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭২ ॥

কেবলমাত্র অচ্যুতের অনুগতগণই সারগ্রাহী গৌরভক্ত এবং অদ্বৈত-কৃপাপ্রাপ্ত ঃ—

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত ।
সে-ই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত ॥ ৭৩ ॥
সে-ই সে-ই আচার্য্যের কৃপার ভাজন ।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ৭৪ ॥

সেইসব শুদ্ধভক্তের বন্দনা ঃ—

সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার ।
অচ্যুতানন্দ-প্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই শাখাগণের প্রতিই যে এইরূপ দণ্ড হইল, তাহা নয়, সামান্যতঃ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কি গৃহী, কি যতি, (প্রত্যেকেই) চৈতন্যবিমুখ হইলেই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। যে-সকল মহাত্মা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর গণের মধ্যে 'মহাভাগবত'।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৬৫। শ্রীরামপণ্ডিত—শ্রীবাসপণ্ডিতের কনিষ্ঠ। গৌঃ গঃ ৯১ "পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠ-সহোদরঃ।।" মধ্য, ১৩ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। দূতগণের প্রতি যমের উক্তি (ভাঃ ৬।৩।২৯)—"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং, চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় ন নমতি যচ্ছির একদাপি, তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্।।"

৭৯। ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী—গৌঃ গঃ ১৫২—"ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ।।" শাঃ নিঃ * ৪—"ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বলবিলাসিনম্। স্ব-স্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ।।"

শ্রীধর ব্রহ্মচারী—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক—ব্রজের 'চন্দ্রলতিকা'। শাঃ নিঃ ৫—"শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতম্। প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসকম্।।"

* *'শাঃ নিঃ'—শ্রীযদুনন্দন-দাসকৃত 'শাখা-নির্ণয়ামৃত'-গ্রন্থ।*

এই ত' কহিলাঙ আচার্য্য-গোসাঞির গণ ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন ॥ ৭৬ ॥
শাখার উপশাখা, তার নাহিক গণন ।
কিছুমাত্র করি' কহি' দিগ্‌দরশন ॥ ৭৭ ॥

শ্রীগদাধরের শিষ্য বা উপশাখাগণ ঃ

শ্রীগদাধর পণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম ।
তাঁর শাখাগণ কিছু করি যে গণন ॥ ৭৮ ॥

(১) ধ্রুবানন্দ, (২) শ্রীধর, (৩) হরিদাস ব্রহ্মচারী, (৪) রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ঃ—

শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী ।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৯ ॥

(৫) অনন্তাচার্য্য, (৬) কবিদত্ত, (৭) নয়নমিশ্র, (৮) গঙ্গামন্ত্রী, (৯) মামুঠাকুর, (১০) কণ্ঠাভরণ ঃ—

অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন ।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য

৮০। কবিদত্ত—শাঃ নিঃ ১৪—"মহাভাব-চমৎকাররূপনিত্যং স্বভাবজম্। রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্।।" ইনি ব্রজের 'কলকণ্ঠী'—গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোক।

নয়নমিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৭ শ্লোক—ইনি ব্রজের 'নিত্যমঞ্জরী'। শাঃ নিঃ ১ শ্লোক—"বন্দে শ্রীনয়নানন্দং মিশ্রং প্রেম-সুধার্ণবম্। গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈকভাজনম্।।"

গঙ্গামন্ত্রী—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫—ইনি ব্রজের 'চন্দ্রিকা'। শাঃ নিঃ ১৬—"গঙ্গামন্ত্রিণমীড়েঽহং সেবাসৌখ্যবিলাসিনম্। নামপ্রেমপ্রকাশার্থং স্বর্ধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ।।"

মামু ঠাকুর—শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন; তজ্জন্য লোকে ইঁহাকে 'মামাঠাকুর' বলিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে ও উৎকল দেশে মামাকে 'মামু' বলে। ইঁহার প্রকৃত নাম—'জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী', শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র ; নিবাস—ফরিদপুর জেলায় মগডোবা-গ্রামে। মামুঠাকুর শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পরে পুরীর 'শ্রীটোটা-গোপীনাথে'র সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫ শ্লোক—ইনি ব্রজের 'কলভাষিণী'। শাঃ নিঃ ১৭—"যঃ প্রেমণা গৌরচন্দ্রেণ পরিবারগণৈঃ সহ। উৎকলে ভাষিতো মামুস্তং বন্দে মামুঠাকুরম্।।" টোটা-গোপী-নাথের সেবকগণের গুরু-প্রণালী—(১) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী (শ্রীমতী রাধিকা, মতান্তরে, সৌভাগ্য-মঞ্জরী), (২) তদনুগ শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী 'মামু' গোস্বামী (শ্রীরূপমঞ্জরী?), (৩) তদনুগ রঘুনাথ গোস্বামী, (৪) রামচন্দ্র, (৫) রাধাবল্লভ, (৬)

(১১) ভূগর্ভগোস্বামী, (১২) ভাগবতদাস ঃ—

ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮১ ॥

(১৩) বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, (১৪) বল্লভচৈতন্য ঃ—

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—বড় মহাশয়।
বল্লভচৈতন্যদাস—কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮২ ॥

(১৫) শ্রীনাথ, (১৬) উদ্ধব, (১৭) জিতামিত্র, (১৮) জগন্নাথ ঃ—

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর শ্রীউদ্ধবদাস।
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস ॥ ৮৩ ॥

(১৯) হরি আচার্য্য, (২০) পুরিয়াগোপাল (২১) কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, (২২) পুষ্পগোপাল ঃ—

শ্রীহরি আচার্য্য, দাস-পুরিয়াগোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল ॥ ৮৪ ॥

(২৩) শ্রীহর্ষ, (২৪) রঘুমিশ্র, (২৫) লক্ষ্মীনাথ, (২৬) চৈতন্যদাস, (২৭) রঘুনাথ ঃ—

শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণজীবন, (৭) শ্যামসুন্দর, (৮) শান্তামণি, (৯) হরিনাথ, (১০) নবীনচন্দ্র, (১১) মতিলাল, (১২) দয়াময়ী, (১৩) কুঞ্জবিহারী।

কণ্ঠাভরণ—ইঁহার নাম শ্রীঅনন্ত চট্টরাজ—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—"শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ।" ইনি ব্রজের 'গোপালী'। শাঃ নিঃ ১৮—"লীলাকলাপসংযুক্তং রাধাকৃষ্ণ-রসাত্মকম্। শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্।।"

৮১। ভূগর্ভ গোসাঞি—ব্রজের 'প্রেমমঞ্জরী', শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ। গৌঃ গঃ ১৮৭—"ভূগর্ভ-ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।" শাঃ নিঃ ২৪—"গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্।। শ্রীল-গোবিন্দ-দেবস্য সেবা সুখবিলাসিনম্। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্।।"

ভাগবতদাস—শাঃ নিঃ ৩১—"ভূগর্ভসঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগ-বতদাসকম্। সদা রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গানমণ্ডিতমানসম্।।"

৮২। বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—শাঃ নিঃ ৩২—"ভক্তসংঘট্ট-ভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাজিতম্। ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথ-মহাশয়ম্।।" আদি, ১০ম পঃ ১১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বল্লভচৈতন্য—শাঃ নিঃ ৩৩—"কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমা-নন্দদায়িনম্। বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগানযুতান্তরম্।।" এই শাখায় শ্রীযুত নলিনীমোহন গোস্বামী কুলিয়া-নবদ্বীপে গানতলার শ্রীমদনগোপাল দেবের সেবা করেন।

৮৩। শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী—শাঃ নিঃ ১৩—"বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদ্গুণাশ্রয়ম্। কৃষ্ণসেবাপরিপাটী যত্নৈর্যেন সুসেবিতা।।"

উদ্ধবদাস—শাঃ নিঃ ৩৫—"অতিদীনজনে পূর্ণ-প্রেম-বিত্তপ্রদায়কম্। শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেহং গুণশালিনম্।।"

জিতামিত্র—গৌঃ গঃ ২০২—"রিপবঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ। যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ।।" ইনি ব্রজের 'শ্যামমঞ্জরী'। শাঃ নিঃ ৩৬—"যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-প্রেমপোষকম্। জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্।।"

জগন্নাথদাস—ইঁহার নিবাস—ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাষ্ঠকাটা (কাঠাদিয়া) গ্রামে। ইঁহার বংশধরগণ সংপ্রতি আড়ি-য়ল-গ্রামে, কামারপাড়া ও পাইকপাড়া-গ্রামে বাস করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'যশোমাধব'-বিগ্রহ আড়িয়লের গোস্বামিগণ সেবা করেন। ইনি শ্রীরূপপাদকৃত 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ'-লিখিত সমসমাজস্থ চতুঃষষ্টি সখীগণের ২৬ সংখ্যক সখী 'তিলকিনী'—চিত্রা দেবীর উপসখী। ১৪২ শ্লোক—"রসালিকা তিলকিনী সৌরসেনী সুগন্ধিকা।।" ইহার বংশধারা—(২) রামনৃসিংহ, (৩) রাম-গোপাল, (৪) রামচন্দ্র, (৫) সনাতন, (৬) মুক্তারাম, (৭) গোপীনাথ, (৮) গোলোক, (৯) হরিমোহন শিরোমণি, (১০) রাখালরাজ। (৭) গোপীনাথের কনিষ্ঠ তনয়—(৮) মাধব, (৯) লক্ষ্মীকান্ত।

সূর্য্যদাস সরখেল-কৃত 'ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি'তে—"ততঃ সুচিত্রাযূথাশ্চ যে মহান্তো ভবন্তি তান্। জগন্নাথাখ্যদাসশ্চ ঠক্কুরো জগদীশকঃ।।" শাঃ নিঃ ৪৮—"বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্। দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ শ্রীহরিনামমঙ্গলম্।।" অর্থাৎ ইনি ত্রিপুর-প্রদেশে হরিনাম প্রচার করেন।

৮৪। হরি আচার্য্য—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৭—ইনি ব্রজের 'কালাক্ষী'। শাঃ নিঃ ৩৭—"হরিদাসাচার্য্যং বঙ্গদেশনিবাসিনম্। বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা সোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতম্।।"

পুরিয়া গোপালদাস—শাঃ নিঃ ৩৮—"বন্দে গোপাল-দাসাখ্যং সাদীপুর-নিবাসিনম্। রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্।।" অর্থাৎ ইনি বিক্রমপুরে হরিনাম-প্রচারক।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—ইনি ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম 'ইন্দুলেখা'। গৌঃ গঃ ১৬৪—"ইন্দুলেখা ব্রজে যাসীৎ শ্রীরাধায়াঃ সখী পুরা। কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ।।" শাঃ নিঃ ৪১—"কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারি-কৃষ্ণপ্রেম-প্রকাশকম্। বন্দে তমুজ্জ্বল-ধিয়ং বৃন্দাবননিবাসিনম্।।"

পুষ্পগোপাল—শাঃ নিঃ ৩৯—"পুষ্পগোপালনামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্। স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ।।"

৮৫। শ্রীহর্ষ—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০১—ইনি ব্রজের

(২৮) অমোঘ, (২৯) হস্তিগোপাল,
(৩০) চৈতন্যবল্লভ, (৩১) যদু,
(৩২) মঙ্গলবৈষ্ণব ঃ—

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬ ॥

(৩৩) শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী ঃ—

চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী ।
মহাশাখা-মধ্যে তেঁহো সুদৃঢ় বিশ্বাসী ॥ ৮৭ ॥
এই ত' সংক্ষেপে কহিলাঙ্ পণ্ডিতের গণ ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

'সুকেশিনী'। শাঃ নিঃ ৪০—"বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেম-বিনোদিনম্। গৌরপ্রেম্ণা মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্।।"

রঘুমিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৫ ও ২০১—ইনি ব্রজের 'কর্পূর-মঞ্জরী'।

লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫—ইনি ব্রজের 'রসোন্মাদা'। শাঃ নিঃ ৪২—"ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয়-বিগ্রহম্। মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্।।"

বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—ইনি ব্রজের 'কালী'। শাঃ নিঃ ৪৩—"বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্। সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চ-পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্।।"

ইহার শাখা-পরম্পরা ঃ—(২) মথুরাপ্রসাদ, (৩) রুক্মিণী-কান্ত, (৪) জীবনকৃষ্ণ, (৫) যুগলকিশোর, (৬) রতনকৃষ্ণ, (৭) রাধামাধব, (৮) ঊষামণি, (৯) বৈকুণ্ঠনাথ, (১০) লালমোহন শাহা শঙ্খনিধি (ঢাকাবাসী)।

রঘুনাথ—ইনি ব্রজের 'বরাঙ্গদা'—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০০ — "রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্ গৌরাঙ্গানন্যসেবকঃ।" শাঃ নিঃ ৪৪—"বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দমহাশয়ম্। যন্নামশ্রবণে-নৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ।।"

৮৬। অমোঘ পণ্ডিত—শাঃ নিঃ ৫৯—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুল-বিগ্রহম্।।"

হস্তিগোপাল—ইনি ব্রজের 'হরিণী'—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬। "হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্তকলেবরম্। নমামি পরয়া ভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্।।"—শাঃ নিঃ ৬১।

চৈতন্যবল্লভ—শাঃ নিঃ ৬০—"চৈতন্যবল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ম্। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভিলাষিণম্।।"

যদু গাঙ্গুলী—শাঃ নিঃ ৩৪—"যদুনাথ-চক্রবর্ত্তি-লীলা-ভাগবতাভিধম্। প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্।।" বর্দ্ধমান জেলায় পালিগ্রাম-চাণক-নিবাসী শ্রীনলিনাক্ষ ঠাকুর এই শাখার বংশধর।

মঙ্গল বৈষ্ণব—শাঃ নিঃ ৪৭—"মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধ-চিত্তকলেবরম্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্।।" মুর্শি-দাবাদের অন্তর্গত টিটকণা-গ্রামে ইঁহার নিবাস। পিতৃকুল মুর্শিদাবাদের দেবী কিরীটেশ্বরীর সেবায়েত ছিলেন। প্রবাদ, ইনি প্রথমে বৃহদ্ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হন। পরে ময়নাডালে স্বীয় শিষ্য প্রাণনাথ অধিকারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি কাঁদড়ার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাঁদড়া বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। তথায় কিছুদিন পূর্ব্বে মঙ্গলঠাকুরের বংশে ৩৬ ঘর অধিবাসী ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে ময়নাডালের প্রাণনাথ অধিকারী, কাঁকড়া-নিবাসী পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী এবং ময়নাডালের নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। ময়নাডালের অধিকারী-বংশের লোপ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের দৌহিত্রবংশ আছে। পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তীর বংশে শ্রীকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ও রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি বীরভূমের অন্তর্গত সাকুলেশ্বরের অধীন আঙ্গড়া-গ্রামে বাস করেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান করেন। নৃসিংহপ্রসাদ মিত্রঠাকুরের বংশে সুধাকৃষ্ণ মিত্রঠাকুর ও নিকুঞ্জবিহারী মিত্রঠাকুরের প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহারা মৃদঙ্গবিদ্যার আচার্য্য।

মঙ্গল ঠাকুর মহাশয় গৌড়েশ্বরের গৌড় হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সরণী প্রস্তুত ও দীর্ঘিকা খননকালে 'শ্রীরাধাবল্লভ' যুগলবিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে তিনি কাঁদড়ার পশ্চিমে রাণীপুর-নামক গ্রামে বাস করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীনৃসিংহ-শিলা আজও কাঁদড়ায় আছেন। বিগ্রহগণের সেবার জন্য গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় মঙ্গল ঠাকুর ভিক্ষাদ্বারা সেবা চালাইতেন।

মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র—(১) রাধিকাপ্রসাদ, (২) গোপীরমণ, (৩) শ্যামকিশোর। এই ভ্রাতৃত্রয়ের বংশ বর্ত্তমান। কাঁদড়ায় পরবর্ত্তিকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপিত হইয়াছে।

৮৭। শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—গৌঃ গঃ ১৮৩ শ্লোক—"শ্রীমল্ল-বঙ্গ-মঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ। শিবানন্দশ্চক্রবর্ত্তী কৃতবৃন্দাবন-স্থিতিঃ।।" শাঃ নিঃ ১০—"শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ-নামকম্। রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনম্।।" আদি ৮ম পঃ ৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযদুনন্দনদাস তৎকৃত 'শাখা-নির্ণয়ে' আরও কতিপয় গদাধর-শাখার উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা, ১। মাধবা-

গদাধরগণের ঐকান্তিক গৌরভক্তি ঃ—

পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য ।
প্রাণবল্লভ—সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৯ ॥

নিতাই-অদ্বৈত-গদাধরগণের স্মরণ-মাহাত্ম্য ঃ—

এই তিন স্কন্ধের কৈঁলু শাখার গণন ।
যাঁ-সবা-স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন ॥ ৯০ ॥
যাঁ-সবা-স্মরণে পাই চৈতন্য-চরণ ।
যাঁ-সবা-স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৯১ ॥
অতএব তাঁ-সবার বন্দিয়ে চরণ ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯২ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

গৌরলীলামৃত-সিন্ধু—অপার অগাধ ।
কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ ॥ ৯৩ ॥
তাহার মাধুরী-গন্ধে লুব্ধ হয় মন ।
অতএব তটে রহি' চাকি এক কণ ॥ ৯৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

চার্য্য, ২। গোপালদাস, ৩। হৃদয়ানন্দ, ৪। বল্লভভট্ট (ইঁহার নামানুসারে 'বল্লভ' বা 'পুষ্টিমার্গীয়' সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ), ৫। মধু-পণ্ডিত (খড়দহ হইতে দুইমাইল পূর্ব্বে 'সাঁইবোনা' গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট। ইনিই বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপীনাথদেবের স্থাপনকর্ত্তা ও সেবক), ৬। অচ্যুতানন্দ, ৭। চন্দ্রশেখর, ৮। বক্রেশ্বর পণ্ডিত (?), ৯। দামোদর, ১০। ভগবান্ আচার্য্য (অপর), ১১। অনন্তাচার্য্যবর্য্য (অপর), ১২। কৃষ্ণদাস, ১৩। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, ১৪। ভবানন্দ গোস্বামী, ১৫। চৈতন্যদাস, ১৬। লোকনাথ ভট্ট (শ্রীঠাকুর নরোত্তমের গুরু, যশোহর-জেলায় তালখড়ি-নিবাসী, বৃন্দাবনের 'শ্রীরাধাবিনোদ'-স্থাপক এবং ভূগর্ভ ঠাকুরের প্রগাঢ় বন্ধু) (?), ১৭। গোবিন্দাচার্য্য, ১৮। অক্রূর ঠাকুর, ১৯। সঙ্কেতাচার্য্য, ২০। প্রতাপাদিত্য, ২১। কমলাকান্ত আচার্য্য, ২২। যাদবাচার্য্য, ২৩। নারায়ণ পড়িহারী (ক্ষেত্রবাসী)।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্ম বিবৃত। আদিলীলাই গার্হস্থ্যলীলা, অন্ত্যলীলাই সন্ন্যাসলীলা। তাহার (অন্ত্যলীলার) প্রথম ছয় বৎসরে 'মধ্যলীলা'-নামে দক্ষিণদেশে, বৃন্দাবনাদি তীর্থে গমনাগমন ও নামপ্রচার। শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র—জগন্নাথ মিশ্র। তিনি নবদ্বীপে বাস করিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার প্রথমে আটটী কন্যা হয়। সেই কন্যাগুলি জন্মিবার পর পরলোক গমন করিলে নবম-গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী-পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সিংহ-লগ্নে সিংহ-রাশিতে চন্দ্র-গ্রহণের সময় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের সহিত গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। শিশুর জন্ম শুনিয়া আর্য্যাগণ অনেক উপায়নের সহিত শিশুদর্শনে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁহার কোষ্ঠী ও কর গণনা করিয়া তাঁহাতে মহাপুরুষের চিহ্ন পাইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরপ্রসাদে অধম ব্যক্তিরও তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যতা ঃ—

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসন্নতা-ক্রমে এই অধমজনও তল্লীলা-বর্ণনে সদ্যই যোগ্যতা লাভ করিতেছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্।

অনুভাষ্য

১। যস্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য) প্রসাদতঃ (অনুকম্পয়া) অয়ং (মাদৃশঃ) অধমঃ অপি তল্লীলাবর্ণনে সদ্যঃ যোগ্যঃ স্যাৎ, স চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু।